দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 JUL 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪
০৪
17

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ চাই ঃ প্রধানমন্ত্রী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল চতুর্দশ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জানান যে বর্তমান সরকার দেশের সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সুপরিকল্পিত এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

তিনি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী

(৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিজ্ঞান–প্রযুক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ চাই ঃ প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, এ জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এই উভয় ধরনের শিক্ষা সহজেই সর্বসাধারণের কাছে পৌছে দেয়ার কর্মসূচীর ওপর সরকার বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান গতকাল সকালে শেরে বাংলা নগরস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এ সপ্তাহের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউনুস খান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব আবুল হাশেম স্বাগত ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে বলেনঃ বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রধান, চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে। পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশগুলো বিজ্ঞানের অব্যাহত অনুশীলন এবং প্রযুক্তির সার্থক ও সময়োপযোগী প্রয়োগের মাধ্যমে সেই শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। এর ফলে জনগণের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান এবং তাদের কাংখিত উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান জনগণের মধ্যে নতুন চেতনা ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় অগ্রগতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে বিজ্ঞানকে আমরা কতখানি বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী করে সাজাতে পারলাম তার ওপর। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার অবকাঠামো গড়ে তোলার বিষয় নির্ভর করছে আমাদের সম্পদ ও সামর্থ্যের ওপর। সেই সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন এবং সার্বিক অবস্থার কথাও মনে রাখতে হবে। আর এ জন্যে যা দরকার তা হল বাস্তবভিত্তিক সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন।

এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশ ও জাতির এ প্রয়োজনের কথা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ও সংকল্পের প্রতিফলন ঘটেছে ১৯৮০ সালের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতা ও স্বনির্ভরতা অর্জন, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পনীতির লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা দান এবং উন্নয়নশীল দেশ–গুলোর মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা জোরদার করা ইত্যাদি এই নীতির প্রধান প্রধান কয়েকটি দিক। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (এনসিএসটি) গঠন করা হয়। শহীদ জিয়াউর রহমান এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়া দেশের পরিবেশগত সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আমাদের–কেই এর সমাধান বের করতে হবে। বিজ্ঞানের অনুশীলন ও লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব। তিনি এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে প্রতিভাবান শিশু–কিশোর ও তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বিজ্ঞান প্রকল্প অন্যদের মাঝেও আগ্রহের সৃষ্টি করবে।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী

শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় বলেন ঃ দেশের সাধারণ মানুষ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌছেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আমরা এখনও জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছি। আমাদের শিশুদের অপুষ্টি, রক্তহীনতা, কৃমি আক্রান্ত ও শীর্ণ দুর্বল চেহারা স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের সন্তা–নরা এখনও অভুক্ত। মায়েদেরও একই চেহারা।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, যে কৃষক দিনরাত পরিশ্রম করে ক্ষেতে ফসল ফলায় এবং যার হরতাল নেই, ধর্মঘট নেই, দাবী নেই, তাদের গ্রামে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল পৌছে দিতে পারিনি। আমাদের দেশে সাগর থেকে জলোচ্ছ্বাস আসে। লাখো মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভাসিয়ে নিয়ে যায় বাড়িঘর, ক্ষেতের ফসল ও তৈজসপত্র। প্রচন্ড ঝড় স্কুল, মাদ্রাসা, বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয়। আমরা তার জন্য কতটুকু করতে পেরেছি?

প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী দেশের বিজ্ঞানী, স্থপতি ও চিন্তা–বিদদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের চিন্তার ধারক ও বাহক হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, পিছিয়ে পড়া দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন যেসব বিজ্ঞানী, তারা ভাগ্য–বান দেশের তুলনায় ভাগ্যহীন হলেও তাদের সামনে রয়েছে বিরাট চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ। পরের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আমাদের দেশের মানুষের মন–মানসিকতা, পরিবেশ, প্রয়োজন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতার মাঝে সঠিক ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করার মধ্যে এই বিশেষ ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান তাঁর বক্তৃতায় জানান যে সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণায় বিভিন্ন অসুবিধা ও অন্তরায় সম্বন্ধে সচেতন। এর সমাধানকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তবে এ জন্যে দরকার দেশের উপযোগী বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব আবুল হাশেম অনুষ্ঠানে জানান যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে '৭৭ সালে জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন প্রবর্তিত হয়। প্রতি বছর এ ধরণের অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে ৩০/৩৫ হাজার নবীন বিজ্ঞানকর্মী অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রতি জেলা থেকে দুই গ্রুপের শ্রেষ্ঠ দু'টি প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে নবীন বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করে নটরডেম কলেজের ছাত্র জহিরুল ইসলাম এবং চট্টগ্রামের সেন্ট স্কলাসটিকা হাইস্কুলের ছাত্রী ইসরাত জাহান চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী পরে বিজ্ঞান প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এ প্রদর্শনীতে কিশোর ও তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রকল্প স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে আছে ... প্যামোমিটার ... স্বয়ংক্রি ...